কর্পোরেট খাদ্য ব্যবস্থা – না
খাদ্য সার্বভৌমত্ব - হ্যাঁ

বিদ্যমান কোভিড-১৯ মহামারী, জলবায়ু পরিবর্তনের বিশৃংখলতা, ক্রমবর্ধমান ক্ষুধা এবং সকল প্রকার পুষ্টিহীনতা, পরিবেশ ও প্রাণপ্রকৃতির বিপর্যয়, এবং বহুমুখী মানবিক সংকট মোকাবেলার এই দুঃসময়ে আমরা [1], বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন, আদিবাসী মানুষ, উন্নয়ন সংগঠন এবং একাডেমিকরা একত্র হয়ে খাদ্য সার্বভৌমত্বের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার ঘোষণা করছি এবং জাতি সংঘের ফুড সিস্টেমস সামিট (UNFSS) এর ছদ্মবেশে চলমান খাদ্য ব্যবস্থা ও খাদ্য সুশাসন কর্পোরেট উপনিবেশিকরণ প্রত্যাখ্যান করছি।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল খাদ্য ব্যবস্থা, বৈশ্বিক খাদ্য সরবরাহ চেইন এবং খাদ্য ব্যবস্থা সুশাসনের ওপর ক্রমবর্ধমান কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণ, আমাদের পৃথিবী এবং জনগণের অস্তিত্বের ওপর যে হুমকি সৃষ্টি হয়েছে, তার জন্যে দায়ি। এর সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে জলবায়ু সংকট, বন নিধন, প্রাণবৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া, ভূমি, সমুদ্র, বাতাস ও পানি দূষিত হওয়া, ক্ষুধাসহ নানা ধরণের অসংখ্য মানবাধিকার লংঘন। কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত সম্পদ, নীতিনির্ধারণী বিতর্ক, আইনী প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল উন্নয়ন-মডেল এমন একটি খাদ্য ব্যবস্থা তৈরি করেছে যার কারণে পৃথিবীর দুই বিলিয়ন মানুষ পুষ্টি-স্বল্পতায় ভুগছে ও আর্থিকভাবে দুর্দশাগ্রস্থ হয়েছে [2]। আল্ট্রা-প্রসেস করা ইন্ডাস্ট্রিয়াল খাদ্যের কারণে পুষ্টিহীনতা, খাদ্য-সৃষ্ট অ-সংক্রামক রোগ এবং স্থুলতার মতো সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। 2

কোভিড-১৯ মহামারি কর্পোরেট বাজার-কেন্দ্রিক ব্যবস্থার ভঙ্গুর কাঠামো এবং বৈশ্বিক অসমতার মুখোশ খুলে দিয়েছে। এই ব্যর্থ মডেল, যার ভিত্তি ক্ষমতার অসামঞ্জস্যতা এবং রাজনৈতিক জবাবদিহিতার অভাবের ফলে পাবলিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং তাদের নীতি দুস্থ মানুষের চাহিদা এবং প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। স্থানীয় পর্যায় থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গণতান্ত্রিক এবং রাজনৈতিক মতৈক্যের ভিত্তিতে কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে; যেন দেশের ভেতর এবং আন্তদেশীয় অসমতা দূর করা যায়, জেন্ডার ভিত্তিক নির্যাতন বন্ধ করা যায় এবং মানুষের স্থানচ্যুত হওয়া রোধ করা যায়। বর্তমান স্থিতাবস্থা বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ট মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে অর্থহীন। আমরা আমাদের জনগণের সম্পদ এবং প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্ব কর্পোরেট স্বার্থ হাসিলের মিথ্যা সমাধানের জন্যে ব্যবহার করতে দিতে পারি না, যা বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে অক্ষম।

[1] জাতিসংঘ ফুড সিস্টেম'স সামিটের প্রতি এই স্বতন্ত্র (autonomous) গণমানুষের প্রতিরোধ প্রান্তিক পর্যায় থেকে গড়ে উঠেছে; এর সাথে যুক্ত আছে কৃষক, নারী, যুবক সমাজ, আদিবাসি মানুষ, ভূমিহীন, পশু পালনে নিয়োজিত গোষ্টি, কৃষি শ্রমিক, জেলেসহ সংশ্লিষ্ট গোষ্টির শত শত আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক, জাতীয় ও স্থানীয় সংগঠন এবং এনজিও। আরও তথ্য পেতে হলে দেখুনfoodsystems4people.org

[2] http://www.fao.org/3/cb4474en/online/cb4474en.html

সংকট নিরসনে অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই

অধিকার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে যাবার একমাত্র পথ হচ্ছে অবিলম্বে কর্পোরেট খাদ্য ব্যবস্থার এই প্রক্রিয়া বন্ধ করা। তাই প্রথম কাজ হচ্ছে জাতি সংঘের সদস্য দেশ এবং প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃত মানুষের পর্যাপ্ত খাদ্য পাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন করা [3]। যদিও পর্যাপ্ত খাদ্য পাওয়ার অধিকারের সাথে অন্যান্য সকল মৌলিক অধিকার অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত, এবং সবকিছু সম্মিলিতভাবেই এই পরিবর্তন নিশ্চিত করবে। এই সকল অধিকার-ভিত্তিক প্রেক্ষাপটে জনখাদ্য নীতি এবং সুশাসন অর্জন করতে হলে কৃষক, আদিবাসী মানুষ, জেলে, পশু পালনে নিয়োজিত জনগোষ্টি, শ্রমিক, ভূমিহীন, বনের ওপর নির্ভর মানুষ, গ্রাম ও শহরের গরিব মানুষ, ভোক্তা, নারী ও যুব সমাজ সকলকে নীতিনির্ধারণী ও সুশাসনের আলোচনার কেন্দ্র বিন্দুতে থাকতে হবে। সরকার এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সমূহ এই সকল জনগোষ্টিকে এগ্রো-ইকোলজি এবং খাদ্য সার্বভৌমত্ব অর্জনে সহায়তা করে কর্পোরেট খাদ্য ব্যবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাতে হবে। আমরা, মানবাধিকার উপেক্ষা করে এবং খাদ্য ব্যবস্থায় জনগোষ্টির সংশ্লিষ্টতাকে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়, এমন সংলাপ প্রত্যাখ্যান করি।

UNFSS: অবৈধ বহুঅংশীদারিত্বের মাধ্যমে কর্পোরেট ক্ষমতা

জাতি সংঘের মহাসচিব World Economic Forum (WEF) এর সাথে চুক্তি করার মাধ্যমে যে খাদ্য ব্যবস্থার সামিট (UNFSS 2021) হচ্ছে তা এই সকল মৌলিক শর্ত পুরণ করতে ব্যর্থ। পৃথিবীর ১০০০ টি বৃহৎ কর্পোরেশান, WEF এবং তাদের সাথে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোই এই সামিটের ডিজাইন, কাঠামো, প্রক্রিয়া, সুশাসন এবং বিষয়বস্তু নিয়ন্ত্রণ করছে। বড় বড় বহুজাতিক কর্পোরেশানসমূহ জাতি সংঘের বহুপাক্ষিক (multilateral) ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে সাস্টেনেবিলিটি বা টিকে থাকার ধারণা পরিবর্তন করছে। তারা ডিজিটাল এবং বায়ো-টেকনোলজির মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রিয়াল উৎপাদনের দিকে নিতে চাইছে এবং সম্পদের আহরণ এবং গ্রাম থেকে শ্রমিক সংগ্রহ এবং জাতীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে কর্পোরেশানের আধিপত্য স্থাপন করতে চায়। পুঁজি এবংপ্রযুক্তি কেন্দ্রিক এজেন্ডা দিয়ে এই সামিট কর্পোরেট স্বার্থ রক্ষা করছে যা রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগতভাবে ভারসাম্যহীন। আমরা UNFSS 2021 খাদ্য ব্যবস্থার ওপর কর্পোরেশানের ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতার বিরুদ্ধে নিন্দা জানাই। এবং আমরা জনগোষ্টিকে বঞ্চিত ও শোষণের মাধ্যমে যে মিথ্যা সমাধান দেয়া হচ্ছে, তা প্রত্যাখ্যান করি।

জাতি সংঘ খাদ্য ব্যবস্থা সামিট মানবাধিকারের ভিত্তিতে কাজ না করে তারা বহু অংশীদারিত্বের (multistakeholder) ফোরাম তৈরি করেছে যেখানে সরকার, ব্যক্তি, আঞ্চলিক/আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাবসা/কর্পোরেশানের প্রতিনিধি সবাই সমান জন্মায় না; ব্যবসায়িক স্বার্থের সাথে জনগোষ্টির অধিকার একভাবে কখনোই বিবেচিত হতে পারে না। বিশ্বের অধিকাংশ খাদ্য উৎপাদন করছেন ক্ষুদ্র উৎপাদক এবং শ্রমিকরা, কিন্তু এই ব্যাক্তিগত বহু-অংশিদার (multistakeholder) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মাত্র গুটিকয় ক্ষমতাশালী কর্পোরেশান খাদ্য, কৃষি ও পুঁজি বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে। জাতিসংঘের খাদ্য ব্যবস্থা সামিটের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক গ্রুপ দায়িত্বশীল বিজ্ঞানসম্মত নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্র দুর্বল করে দিচ্ছে: তারা সংকীর্ণ কর্পোরেট বয়ানকেই এগিয়ে নিচ্ছে এবং বৈচিত্র্যময় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ভিত্তিক এগ্রো-ইকোলজি, আদিজ্ঞান এবং মানবাধিকারকে বাদ দিচ্ছে। এই সামিটে স্বার্থ-সংঘাত সুরক্ষার (Conflict of Interest safeguards) অভাব রয়েছে বলে কর্পোরেট-চালিত কোয়ালিশনগুলো সহজেই পাব্লিক অর্থে পাবলিক পলিসি বাস্তবায়ন করার এজেন্ট হিশেবে অবস্থান নিতে পারছে; কিন্তু এর জন্যে পাবলিক প্রতিষ্ঠানের মতো তাদের কোন দায়বদ্ধতা, মান্ডেট এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হচ্ছে না।

আমরা উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া (top-down), স্বচ্ছতাবিহীন এবং অসম প্রক্রিয়ায় আলোচনার ভিত্তিতে গঠিত কর্পোরেট স্বার্থ রক্ষাকারী “Coalitions of Action” নামক কোয়ালিশন মেনে নেব না। গেম চেঞ্জিং সমাধানের (“game changing solutions”) নামে পুঁজি-নির্ভর, পেটেন্টযুক্ত প্রযুক্তি এবং পণ্য প্রাণ ও পরিবেশের জন্যে ক্ষতিকর, উপনিবেশিকরণ, পুরুষতন্ত্র এবং অসমতা বাড়িয়ে দেবে এবং কর্পোরেট প্রসার এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ লাগামহীন হয়ে যাবে।

[3] See http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_en.pdf and https://undocs.org/en/A/RES/73/165 (Art.2, 15 and 16).

জাতি সংঘের খাদ্য ব্যবস্থা সামিটের সুশাসন কাঠামোর ব্যর্থতা নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে, অনেক 'অংশিদার' 'stakeholders' এই প্রক্রিয়া থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন, এবং জাতি সংঘের সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ২০৩০ সালের এজেন্ডা অর্জনের জন্যে রূপান্তরে পথ transformative pathways নিয়ে কোন রাজনৈতিক ঐক্যমতে পৌঁছাতে পারে নি। এই পরিস্থিতিতে UNFSS একটি অবৈধ সুশাসন কাঠামো নিয়ে জাতি সংঘের বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা কমিটি (Committee on World Food Security (CFS)) কে গুরুত্বহীন করে তুলছে এবং এর ওপর হস্তক্ষেপ করছে। বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা কমিটি একটি আন্তদেশীয় সরকারের ব্যবস্থা এবং জাতি সংঘের খাদ্য সুশাসনের সবচেয়ে অন্তর্ভুক্তিমুলক (inclusive) বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠান, যার খাদ্য ব্যবস্থা সংক্রান্ত আলোচনা এবং নীতি গ্রহণের প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দেয়ার বৈধতা রয়েছে। অথচ UNFSS এর এই বৈধতা নাই এবং তারা বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা কমিটির মান্ডেট এবং সংস্কারের সংবিধি লংঘন করছে। আমরা দাবি করছি বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা কমিটির অন্তর্ভুক্তিমুলক (inclusive) ভিশন এবং প্রক্রিয়ার স্বীকৃতি দেয়া হোক এবং একে শক্তিশালী করা হোক। আমরা মনে করিয়ে দিতে চাই যে ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ এর পর UNFSS এর কোন মান্ডেট বা বৈধতা থাকবে না। আমরা আমাদের সরকারদের কাছে আহবান জানাচ্ছি যেন তারা বহুপক্ষিকতা, অধিকার-ভিত্তিক এবং অংশগ্রহণমূলক নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ার সুরক্ষা করেন, যা CFS সদস্য রাষ্ট্রসমূহ, সিভিল সোসাইটি এবং সামাজিক আন্দোলনের অংশগ্রহণের নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছে।

খাদ্য ব্যবস্থা উত্তরণের জন্য খাদ্য সার্বভৌমত্ব

টেকসই, ন্যায্য এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্য ব্যবস্থার সংগ্রাম এর সাথে জড়িত জনগোষ্টির অধিকার, জীবিকা এবং তাদের জ্ঞানের প্রতি যে অসম্মান এবং অস্বীকৃতি জানানো হয়েছে, তার থেকে আলাদা করা যাবে না। আমাদের কাছে খাদ্য ব্যবস্থার পদ্ধতিগত সমস্যার নির্ভরযোগ্য সমাধান আছে। আমরা আগেই People's Autonomous Response to the UN Food Systems Summit [4] এ দাবি তুলেছি যে খাদ্য ব্যবস্থার উত্তরণ ইকোলজিকাল এবং সামাজিক রূপান্তরের সাথে সামঞ্জস্যপুর্ণ হতে হবে। এর সাথে থাকবে সমতা ও ন্যায্যতার নারীবাদী দর্শন। ১৯৯৬ সাল থেকে খাদ্য সার্বভৌমত্বের দর্শন নিয়ে সামাজিক আন্দোলন এবং সিভিল সোসাইটি সংগঠন সমুহ কম্যুনিটি-ভিত্তিক সুশাসনের প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বৈশ্বিক আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। খাদ্য সার্বভৌমত্বের আন্দোলনের দর্শন এগ্রো-ইকোলজি এবং ক্ষুদ্র খাদ্য উৎপাদক, আদিবাসী গোষ্টি, নারী, যুবক এবং শহর ও গ্রামের জনগোষ্টি অধিকার এবং তাদের চাওয়ার ওপর ভিত্তি করে রচিত। খাদ্য সার্বভৌমত্বের ২৫ বছর পুর্তিতে গণমানুষের প্রয়োজনের স্বীকৃতি, মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা, মুনাফার ওপরে মানুষ, কর্পোরেট দখলের বিরোধিতা করার জন্যে আমরা আমাদের ঐক্য এবং অঙ্গিকার পুনর্নিশ্চিত করছি এবং সকলের জন্য একটি ন্যায্য ও উপযুক্ত খাদ্য ব্যবস্থার পক্ষে সকলে মিলে কাজ করার অঙ্গীকার করছি।

খাদ্য সার্বভৌমত্ব – এখনই

ডিক্লারেশনে স্বাক্ষর করুন

https://forms.gle/qaoE8aPqyaHHNmC87

[4] See https://www.foodsystems4people.org/about-2/